-শিল্পী-

..প্লিজ আমাকে শিল্পী বলবেন না।আমি একজন সামান্য দোকানী।

স্থান জনবহুল কলেজ স্ট্রিট.. ইউনিভার্সিটি লাগোয়া গলির ফুটপাথের চায়ের দোকান।ঝলমলে রোদেও দোকানীর মুখ মেঘলা।
প্রিন্স অর্থাৎ প্রিন্স রায়ের সাথে আমার প্রথম দেখা বছর চারেক আগে।সন্ধান দিয়েছিল একদা কলেজমেট ও বর্তমানে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় কর্মরত এস.আই রবীন পাত্র।
যোগসূত্র একটি ছবি।

আমার এক সন্ন্যাসী জেঠুর মৃত্যুর পর,ছবি এনলার্জ করতে গিয়ে দেখা গেল,তাঁর উপস্থিতি কেবলমাত্র ফ্যামিলি অ্যালবামের একটি গ্রুপ ফোটোতে,সেটাও এতটাই ছোটো যে এনলার্জ করলে স্পষ্টের চেয়ে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

তখনই মুশকিল আসান হয়ে এল প্রিন্স।
রবীনের কাছে শুনেছি বহু রহস্য সমাধানের পিছনে প্রিন্সের হাতযশের গল্প।কিন্তু সে পুলিশ বা গোয়েন্দা এমনকি কোনও সোর্সও নয়।

সেএকজন শিল্পী।

কেবলমাত্র বর্ণনা শুনে তুলির নিখুঁত টানে ফুটিয়ে তোলেন যে কোনও মানুষের মুখের আদল।

এদের পোশাকি নাম আইডেন্টিটি কিট এক্সপার্ট।

যদিও প্রিন্স এই লাইনের প্রফেশনাল নয় সে কেবলমাত্র টাকার বিনিময়ে কাজ করা কমার্শিয়াল আর্টিস্ট ।
ইউনিভার্সিটির বাউন্ডারি লাগোয়া পাশের গলির অপ্রশস্ত ফুটপাথ জুড়ে বিছানো বই,ব্যস্ততা,কোলাহলের মধ্যে একচিলতে বেমানান দোকানটা দেখে মনে হয়েছিল,

এখানে রামধনুর ঠিকানা,তবে সেটা আকাশে নয় মাটির কাছেই।

প্রিন্সের দোকান বলতে মাথায় ত্রিপলের চাদোয়া,দুটো ছোটো টুল,পিছনে একটুকরো দেওয়াল ক্যানভাস,তাতে তুলির আঁকিবুঁকি, সামনের রেলিং এ সার দিয়ে টাঙানো রঙবেরঙের ছবি,ল্যান্ডস্কেপ থেকে স্টিল ছবি,পোর্ট্রেট,শচীন থেকে অমিতাভ বচ্চন,স্বামীজী থেকে কিশোর কুমার ইত্যাদি উজ্জ্বল নক্ষত্রের ভিড়ে সেই ফুটপাথেই নেমেছে এক টুকরো আকাশ।
দোকানের সামনে ঝোলানো টিনের হলুদ সাইনবোর্ডে, লাল অক্ষরে লেখা -এখানে পোর্ট্রেট আঁকা হয় ১৫ মিনিটে,

যদিও প্রিন্স এটাকে স্টুডিও বলে দাবি করত।

অতএব শেষ ভরসা প্রিন্সকে দিই গ্রুপ ফোটো। তিনদিনের মাথায় ব্রাউন পেপারে মুড়ে হাতে আঁকা জ্যাঠামশাইয়ের যে ছবিটা দেয় তা দেখে আমার মুখে চওড়া হাসি ফোটে,

জ্যাঠামশাইয়ের প্রতি টান গভীর থাকলে হয়তো চোখে জল চলে আসত,এতটাই জীবন্ত ছিল সেই ছবি।

বসিয়ে পোর্ট্রেট আঁকতে খরচ ৩০০ টাকা,যেহেতু এই কাজটা একটু কঠিন ও সময়সাপেক্ষ তাই ৩৫০,আমি খুশি হয়ে ৭টার জায়গায় ৮টা ৫০টাকার নোট ধরাই প্রিন্সের হাতে।
বর্ধমানের হোমে বেড়ে ওঠা অনাথ প্রিন্স থেকে আজকের ফ্যামিলি ম্যান প্রিন্সের জার্নিও তাঁর ছবির মতই বৈচিত্রময়।

অনটন আর কষ্টের জীবনে, রঙ তুলিই ছিল তাঁর একমাত্র লাইফলাইন।

তাই কখনও গাড়ি ধোয়া,কখনও পেপার দেওয়ার কাজ বা গ্যারেজে কাজ করলেও ছবি আঁকা থামেনি,তাই নেশাকে পেশা করে সামান্য কয়েকশো টাকার বিনিময়ে স্রেফ ছবি এঁকে পরিবার নিয়ে চালিয়েছে দিন গুজরান। কখনও ফুটপাথের স্টুডিও,কখনও বইমেলা,কখনও ময়দান..কেউ -আড়াইশো তিনশো টাকায় কিনে নিতেন তাঁর আঁকা পছন্দের ছবি। কেউ বা টুলে বসে আঁকিয়ে নিতেন পোর্ট্রেট। সাথে এক্সট্রা ৭০টাকাদিলে মিলত নিজের কার্টুন।
কাগজ পেন্সিলে মগ্ন প্রিন্সের সাক্ষী ঐ এলাকার বাসিন্দা থেকে আনাগোনা করা কমবেশি সকলেই।

ঐ এলাকায় গেলে পোর্ট্রেট আঁকানো মানুষের ভিড় চোখ এড়ায়নি আমারও।

আর কাজের ফাকে ফাকে সুযোগ পেলেই প্রিন্স তাঁর ভাগের দেওয়াল ক্যানভাসখানা ভরিয়ে তুলত রঙীন ছোপে।

প্রিন্সের কাজের বিশেষত্বই ছিল যে তা আর্টের সমঝদার থেকে আমার মতো আনাড়ি সবারই চোখে ধরত। ছবি নিয়ে আমার বিশেষ আগ্রহ না থাকলেও নিজের একটা পোর্ট্রেট আঁকানোর শখ ছিল ষোলো আনা।

ইচ্ছে ছিল নিজের কাগজে প্রিন্সকে নিয়ে ফিচার স্টোরি করা,কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক তা আর হয়ে ওঠেনি। পথের মানুষ প্রিন্সকে আবার দেখলাম পথেই-মাঝখানে কর্পূরের মতো উবে গেছে কয়েকটা বছর..

দেখলাম যেখানে সে বসত ঠিক একই জায়গায়,নিয়ম করে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা,শীতের সময় বিকেল ৪টে।

পরিবর্তন বলতে এখন সামনে ছবির বদলে চায়ের সসপ্যান,স্টোভ,নোনতা বিস্কুট, মিষ্টি বিস্কুটের কৌটো,পাউরুটির বাক্স,ডিমের পেটি।

...প্লিজ আমাকে শিল্পী বলবেন না...আমি সামান্য দোকানি।ছবি আকার বিলাসিতায় আমি নেই,কাগজ পেন্সিল আমায় তেতো স্মৃতি ছাড়া কিছুই দেয়নি-দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল প্রিন্স।
আজকে আমার সামনের প্রিন্স অভিমান বিষাদ ক্লান্তিতে তৈরী আগের প্রিন্সের ভাঙাচোরা ছায়ামাত্রা।
...আমার ছবি নিজের নামে চালিয়ে কতজনে এগিয়ে গেল আর আমি রয়ে গেলাম এই ফুটপাথেই।সবই ভাগ্য।

অশিক্ষিত মানুষ,তাই ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই।

তাছাড়া এখন ফোন,ক্যামেরার যুগে মানুষের মধ্যে পোর্ট্রেট আঁকানোর ইচ্ছে সেভাবে নেই,যাদের আছে তাঁরা আমায় ডাকেন না।একনাগাড়ে কথাগুলো বলতে থাকে প্রিন্স।
কত জায়গায় আমার তৈরি ছবি সাজানো রয়ে গেছে আজও, অথচ সেখানে আমার প্রবেশ মানা,আসলে সবই ভাগ্য..ফুটপাথের মানুষ আমি এখানেই জন্ম এখানেই বেঁচে থাকা,নিয়তিকে আমি মেনে নিয়েছি।

ছবি আমার কেরিয়ার নয়,আমার জীবন,তাই ছবি আমাকে ছাড়তে চাইলেও আমি ছবিকে ছাড়তে চাইনি,

তাই রাস্তার ক্রসিং রঙ,সিনেমার পোস্টার দু একটা,এমনকি ভোটে দেওয়াল লেখা পর্যন্ত করেছি।

কিন্তু অন্ধকার নেমে এল হঠাৎই ঝুপ করে।

অভাবের দোসর হল চোখের সমস্যা।এখন একটানা তাকিয়ে থাকা দূরহ। চোখে জল পড়ে প্রায়ই।তাই সব রঙ এখন ঝাপসা-সব অন্ধকার।
আমি প্রিন্সের দিকে তাঁকালাম চোখের সমস্যার কারণেই হোক বা দুঃখে ওঁর চোখদুটো ছলছলে।

অন্যান্য খদ্দেরদের চা টোস্ট বাড়িয়ে দিতে দিতে কথা চালাতে থাকল,বাড়িতে অনেককটা পেট,অনেক টাকার ওষুধ,মেয়েটা উচ্চমাধ্যমিক দেবে এবার, অনেক খরচ..
তাছাড়া আমি ফুটপাথের রাজপুত্র বুঝলেন? রাজপুত্র হকার হতে পারে,রঙমিস্ত্রি হতে পারে, দোকানি হতে পারে,কিন্তু ভিখিরী হতে পারে না তাই না..
তাই এখন চায়ের ঠেকই ভরসা।

আর যাইহোক খালি পেট শিল্পে ভরেনা..তাই ওসব কথা আর মনে করতে চাইনা।
হঠাৎই চা টা বিস্বাদ ঠেকল আমার।

আমার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দাড়িয়ে নিঃসঙ্গ হেরে যাওয়া রাজপুত্র-অন্ধকারের রাজপুত্র।

নিঃস্তব্ধতা আর নিজের অসহয়তা কাটাতে আমার কার্ডটা এগিয়ে দিলাম ওঁর দিকে।

প্রথম সারির খবরের কাগজে কাজের সুবাদে পরচিতিও নেহাত মন্দ নয়।

যদি কোনো উপায় হয় প্রিন্স কে স্রোতে ফেরানোর,নিদেনপক্ষে একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা... কড়ে পরা হাতে কি আবার রঙ পেন্সিল উঠবে?নির্জীব শিল্পতে কি সঞ্চার হবে প্রাণের?
প্রিন্সের মুখে বিষণ্ণ হাসি-আজ চোখে ভালো দেখিনা তাই আর স্বপ্নও দেখিনা।
তারপর কেটে গেছে আরও কয়েকটা মাস
কাজের পাহাড় উৎরে পূজোর দিনকয়েক আগে যতদিনে কলেজ স্ট্রিটে যাওয়ার সুযোগ হল ততদিনে পুরসভার সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে ফুটপাথের সাথে চুরি গেছে প্রিন্সের স্টুডিও,হারিয়ে গেছে প্রিন্সের একটুকরো আকাশ।

মাথা তুলে রয়ে গেছে কেবল প্রতিমূহুর্তের নির্বাক সাক্ষী হয়ে থাকা কালি,ধোয়া ধূলোয় মলিন রঙীন দেওয়াল ক্যানভাস-যেটা প্রিন্সের জীবনের মতোই বিচিত্র আলো-আধারিময়।অবিকল যেন প্রিন্সের লাইফ পোর্ট্রেট।
আর্ট গ্যালারির চার দেওয়ালের ভিতর বদ্ধ ক্যানভাস যা করতে অক্ষম,প্রিন্সের ক্যানভাস তাই করেছে পৌঁছে গেছে সমাজের সব স্তরে বাবু থেকে ছোটোলোক সবার কাছে।

তাই মানুষ প্রিন্স হেরেও জিতিয়ে গেছে শিল্পী প্রিন্সকে।
এখন নীলকন্ঠ কলকাতার ক্ষতের প্রলেপ ঢেকে যাচ্ছে আলোর রোশনাইয়ে,সেজে উঠছে সিটি অফ জয়।

সামনে বিপুল জনস্রোত,আমি পা বাড়ালাম নন্দিত নরকে, পিছনে রইল হারিয়ে যাওয়া অন্ধকারের রাজপুত্র...একলা ক্যানভাস..রোদ মরে আসা বিকেল...এবং শূন্য থেকে শূন্যে ফেরার গল্প -আরও পাঁচটা গল্পের মতোই।

কলকাতা আছে কলকাতাতেই...